কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ১-৬ ...

shuvosangho@kalerkantho.com

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন উচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন তিনি। শিক্ষা নিয়ে আছে বিস্তর গবেষণা। একজন শিক্ষক, শিক্ষা উদ্যোক্তার পাশাপাশি একজন শিল্পোদ্যোক্তা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন বেশ কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান। উচ্চশিক্ষা এবং এর অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর কথাগুলো তুলে ধরেছেন জাকারিয়া জামান

আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ
চেয়ারম্যান, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনেক

২২ বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএতে শিক্ষকতা করছি। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়ে আমি ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকে এমবিএ শেষ করে চলে যাই ফিনল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর উচ্চতর পড়াশোনার জন্য। আরো কয়েকটি দেশে আমি পড়াশোনা শেষ করে দেশে চলে আসি এবং ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে গিয়ে দেখলাম একজন তরুণ শিক্ষক হিসেবে আমার আরো কিছু করার সুযোগ আছে। শিক্ষকতার পাশাপাশি সেই থেকে আমি নিজেকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুললাম। একটানা ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করার মতো প্রচণ্ড মানসিক শক্তি ছিল আমার। প্রথমে শিক্ষা নিয়ে গবেষণা এবং পরে নিজেকে একজন ভালো উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলেছি। হোটেলিং, ট্যুরিজম, শিম চাষ, কনস্ট্রাকশনসহ অনেক ব্যবসায় আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করি। গত পাঁচ বছরে আমি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান মেডিক্যাল কলেজ এবং নর্দান কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এটা সত্যি। আমাদের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী এই শিক্ষাকে অনেক এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে আমি বলব, আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার মান এখনো ভালো হয়নি। উচ্চশিক্ষার সফলতাটা একটু ভিন্নমাত্রার। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষাসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তবে গত ১০ বছরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চশিক্ষায় সম্পৃক্ত করে অনেকটাই এগিয়ে গেছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে অল্প সময়ের ব্যবধানেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক সফলতা অর্জন করেছে। অবশ্য পাশাপাশি এর কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটানোর এ সীমাহীন সম্ভাবনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আইনগত প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' কর্তৃক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে এযাবৎ গৃহীত পদক্ষেপগুলোর পুনর্বিবেচনা করা আজ সময়ের দাবি। একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিষয়টাকে আরো গুরুতর করে তুলেছে। প্রযুক্তি বিপ্লবের কারণে, পুরো বিশ্বেই আজ তাক লাগানো সব পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা খাটো করে দেখা উচিত হবে না। হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন ছাত্র-শিক্ষককে এক জায়গায় মিলিত হয়ে সরাসরি ক্লাস করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কেননা উন্নত বিশ্বে ভিডিও কনফারেন্সির প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ক্লাসে না এসেও তাঁর সব ক্লাস সময়মতো নিয়ে নিচ্ছেন। উন্নত বিশ্বে এসব বিষয় আজ পুরনো ব্যাপার। মুদ্রিত বইয়ে সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরি জাদুঘরে রূপান্তরিত হতে পারে যেকোনো সময়। কেননা, ইলেকট্রনিক বই, পত্রিকা আর সাময়িকী ইতিমধ্যেই মুদ্রিত বইয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে এবং নিচ্ছে এবং দখল করে নেওয়ার কাজটি চলমান রয়েছে প্রচণ্ড গতিতে, ন্যানো সেকেন্ডে যার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষা সবার জন্য। শিক্ষা দেশ ও জাতি গঠনের জন্য। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ দেশেরই সম্পদ। সরকার অনেক যাচাই-বাছাই করেই এগুলোর অনুমোদন দিয়েছে। নতুন প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত সরকারের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের কাজই করে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭০টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও নিয়োগকৃত শিক্ষকের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ একমাত্র মঞ্জুরি কমিশনই নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী ধরনের পড়াশোনার মান ও পরিবেশ বজায় রয়েছে তা তদারকি করার জন্য মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কমিশনের অন্য সদস্যদের অবশ্যই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত যাওয়া-আসা করা জরুরি। সরকারি-বেসরকারি বলে দ্বিধাবিভক্তির কোনো সুযোগ নেই। দেশের নাগরিককে উচ্চশিক্ষায় সঠিক শিক্ষিত করতে হলে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের সব জেলায় একটি করে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। আমাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা। আমি আমার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেই ধরনের শিক্ষা প্রদানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন শিক্ষক যদি একই সময়ে একাধিক স্থানে ক্লাস করার সুযোগ পান, তাহলে কোয়ালিটিসম্পন্ন শিক্ষক না পাওয়ার সমস্যা অনেকটা কমে যাবে। উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারকে ক্লাসরুমে আসতে হবে। নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা থাকলে কেউ আর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পাবে না। আমাদের শিক্ষার্থীরাই একদিন সারা বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করবে। তৈরি হবে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা।